20 Action Points for Global Compacts, - Holy Father Pope Francis

অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি সাড়াদান

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর বিশটি পালকীয় কর্মনির্দেশনা

Translator (English to Bengali) - Fr. Liton Hubert Gomes, CSC
Secretary General, Episcopal Commission for Justice and Peace
The Catholic Bishop Conference of Bangladesh.

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ , সিএসসি
সেক্রেটারি, ন্যায় ও শান্তি কমিশন, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপীয় সম্মিলণী।

সাদর অভ্যর্থনা :অভিবাসী ও শরণার্থীদের নিরাপদ ও বৈধ প্রবেশ পথ উত্তরোত্তর বাড়ছে

দেশত্যাগের সিদ্ধান্তটি স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি দেশের সংশিষ্ট আইনকে সম্মান করে অভিবাসন সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় হওয়া আবশ্যক। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনা করতে হবে।

১. যৌথভাবে অথবা স্বেচ্ছাচারীভাবে অভিবাসী ও শরণার্থীদের বিতাড়ন এড়ানো আবশ্যক। উদ্বাস্তুদের বহিষ্কার না করার নীতিসমূহ সর্বদা সম্মান করা আবশ্যক; অভিবাসন ও শরণাথীদের এমন দেশে ফেরত পাঠানো যাবে না যা অনিরাপদ মনে করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে একটি দেশ সাধারণ নিরাপদ ভূমি মনে হলেও তার চেয়ে বরং প্রত্যেকজন ব্যক্তির স্বতন্ত্র কার্যকর নিরাপত্তার বিষয়টি এই নীতির ভিত্তি হতে হবে। নিরাপদ দেশসমূহের গতানুগতিক কর্মক্রিয়া প্রায়ই বিশেষ বিশেষ শরণার্থীদের প্রকৃত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়; শরণার্থীদের অবশ্যই স্বত্রন্ত্রভাবে বিবেচিত হতে হবে।

২. নিরাপদ এবং স্বেচ্ছা আভিবাসন বা পরিস্থাপনের বৈধ প্রবেশ পথ বহুবিকল্প হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য- আরো মানবকল্যাণ ভিসা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষানবিশদের ভিসা, পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসা (অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভাইবোন, দাদা-দাদী, নাতী-নাতনী) এবং পাশ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে সংঘর্ষের শিকার ব্যক্তিদের জন্য অস্থায়ী ভিসা অনুমোদন করতে হবে; সর্বাধিক আক্রম্য বা অরক্ষিতদের জন্য মানবকল্যাণ করিডোর সৃষ্টি করতে হবে; এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রণোদনা বা ব্যয়ভার গ্রহণের ব্যবস্থা করে, তাদের সাময়িক সুযোগসুবিধার প্রতি মনোযোগ দেয়ার চেয়ে বরং সমাজের মাঝে শরণার্থীদের পরিস্থাপন বা পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের অবিভেদ্য অধিকারের প্রতি গভীরতর সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তার মূল্যটি জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সঠিকভাবে সমন্বয় হতে হবে। এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে- সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত রক্ষীবাহিনী প্রতিনিধিদের সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে; অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের আইনি সহায়তাসহ মৌলিক সেবার ব্যবস্থা করে; যুদ্ধ ও সংঘাতে পলাতকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে; এবং যারা অনাধিকারভাবে দেশে প্রবেশ করেছে তাদের বন্দীদশার বিকল্প সমাধান সন্ধান করার মাধ্যমে।

সুরক্ষাকরণ : অভিবাসী ও শরণার্থীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সম্মান নিয়ে তাদের মর্যাদা ও ন্যায্যতা এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের বহুমাত্রিক বিষয় বিবেচনায় রেখে অভিবাসী ইস্যুতে মণ্ডলী অনবরত সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছে। সকল অধিকারের মৌলিক বিষয় হচ্ছে বেঁচে থাকার অধিকার, যা ব্যক্তির বৈধ অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক।

৪. অভিবাসীদের তাদের আদিভূমিতে সুরক্ষিত করা আবশ্যক। প্রস্থানের পূর্বে এই সব দেশের কর্তৃপক্ষকে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করা উচিত, এটা নিশ্চিত করা অবশ্যক যে প্রতিটি অভিবাসন প্রণালী বৈধভাবে প্রত্যায়িত করা হয়েছে, প্রবাসীদের জন্য একটি সরকারি বিভাগ স্থাপন করা উচিত; এবং বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বদেশী নাগরিকদের সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদান করা অবশ্যক।

৫. শোষণ, জোরপূর্বক শ্রম ও মানব পাচার প্রতিরোধ করার জন্য আশ্রয়দাতা দেশসমূহ অভিবাসীদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব যদি কর্মচারীদের নথিপত্র আটকিয়ে রাখা থেকে নিয়োগ কর্তারা বিরত থাকে, সমস্ত অভিবাসীদের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে, স্বাধীন মৌলিক বৈধতা ও অবস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না করে, সকল অভিবাসী যেন একটি ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে তা নিশ্চিত করে, সকল কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী ব্যবস্থা এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার মজুরী প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

৬. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীরা তাদের নিজস্ব কল্যাণ এবং তাদের সমাজের উন্নতির জন্য নিজেদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ থাকা আবশ্যক। দেশের ভিতরে স্বাধীন চলাফেরা এবং বিদেশে কাজ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে তা করা সম্ভব, যোগাযোগের মাধ্যমসমূহে পর্যাপ্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করে, আশ্রয় প্রার্থীদের সমন্বিতকরণে স্থানীয় সমাজকে জড়িত করা, এবং যারা নিজ দেশে ফিরে যেতে পছন্দ করে তাদের জন্য পেশাদার এবং সামাজিক পুনর্মিলনের প্রোগ্রাম ব্যবস্থা করা।

৭. অভিভাবকহীন নাবালক অথবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নাবালকদের অসহায়ত্বের বিষয়াদি আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশনের বিধানাবলি অনুযায়ী প্রতিপালন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে হলে যেসকল নাবালক অভিবাসী অবৈধভাবে একটি দেশে প্রবেশ করে তাদেরকে আটকাদেশ প্রদানের বিকল্প সমাধান খুজঁতে হবে, অভিভাবকহীন অথবা বিচ্ছিন্ন হওয়া নাবালকদের সাময়িক জিম্মায় অথবা দত্তক পরিবারের যাবার সুযোগ প্রদান করতে হবে; এবং নাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিবারসমূহ সনাক্তকরণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য আলাদা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৮. সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসীকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার কনভেনশন আনুযায়ী সুরক্ষা দিতে হবে। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে বাধ্যতামূলক জন্মনিবন্ধন এবং কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী যেন প্রাপ্তবয়স্ক হলে অবৈধ না হয় তা নিশ্চিত করা ও তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. আশ্রয়দাতা দেশের নাগরিকদের সমতুল্য মান অনুযায়ী সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদেরকে তাদের আইনগত অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. আইনগত অবস্থান নির্বিশেষে সকল অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের স্বাস্থ্য অধিকার ও মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় অবসর সুবিধাদি প্রদান ও অপর কোনো দেশে স্থানান্তরের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১. নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও ঘোষণাদি অনুযায়ী আভিবাসীগণের কখনোই জাতিচ্যুত অথবা রাষ্ট্রহীন হওয়া উচিত নয় এবং জন্মের সাথে সাথেই একটি শিশুর নাগরিকত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত।

উত্তরণঃ অভিবাসী ও শরণার্থীদের সমন্বিত মানব উন্নয়ন প্রতিপালন করা

মণ্ডলী অনবরত স্থানীয় বসবাসকারীদের সঙ্গে সঙ্গে অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের জন্য সমন্বিত মানব উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে। দেশসমূহ তাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরনার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

১২. উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, বিশেষায়ন কোর্স বা প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশির সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং অর্জিত যোগ্যতার সুমূল্যায়নের মাধ্যমে আশ্রয়দাতা দেশসমূহ অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের দক্ষতার মূল্যায়ন ও উন্নয়ন করা উচিত।

১৩. স্থানীয় সমাজে অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের সামাজিক ও পেশাগত অন্তর্ভুক্তকরণ ও অংশগ্রহণকে সমর্থন দেওয়া উচিত। তাদের চলাচলের স্বাধীনতা ও ইচ্ছানুসারে বসবাসের অধিকারকে সমর্থন করতে হবে, তাদের ভাষার গোড়াপত্তনে তথ্য প্রদান, ভাষার উপর ক্লাস প্রদান ও স্থানীয় রীতিনীতি এবং সংস্কৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের কাজ করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

১৪. স্বাধীনভাবে বৈধ মর্যাদায় পরিবারের কল্যাণ ও সমন্বয়তাকে সর্বদা সংরক্ষণ ও উত্তরণ করা উচিত। এই লক্ষ্যটি অর্জন করার জন্য বৃহত্তর পরিবারের পুনর্মিলন (দাদা-দাদী, নাতী-নতনী ও সহোদরদের), পুনর্মিলিত পরিবারের সদস্যদের কাজের অনুমতি প্রদান, হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের সন্ধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ, সংখ্যালঘুদের শোষণকে মোকাবেলা এবং যদি কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাদের কাজ যেন তাদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার অধিকারকে প্রতিকূলভাবে আঘাত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৫. অভিবাসী, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের ও যাদের বিশেষ সাহায্য সহযোগিতার দরকার তাদের সাথে অন্যান্য নাগরিকদের মতোই ব্যবহার করা আবশ্যক, অক্ষম ও দুঃস্থদের সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং বিচ্ছিন্ন অথবা ছিন্নমূল দুঃস্থ সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. সশস্ত্র যুদ্ধের ভয়ে পলাতক লোকজন যে দেশে শরণার্থী ও অভিবাসী রূপে আসে, সেই দেশে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণ সহায়ক তহবিল বৃদ্ধি করা উচিত যাতে স্থানীয় জনসংখ্যা ও নতুন করে আশ্রিতদের চাহিদা পূরণ করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জন করা জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও স্থাপনায় অর্থায়ন করতে হবে, আশ্রয়দাতা দেশসমূহের শিক্ষা ও সামাজিক যত্ন, এবং স্থানীয় দুর্দশাগ্রস্ত, দুঃস্থ পরিবারে আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতার প্রোগ্রাম করা যেতে পারে।

১৭. অভিবাসী, আশ্রয়প্রার্থী ও শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার আইনগত স্বীকৃতির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

সমন্বিতকরণঃ স্থানীয় সমাজের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ

ভিন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এদেশে আশ্রিত শরণার্থীরাও সমৃদ্ধির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে যা উভয় সম্প্রদায়কেই সমানভাবে লাভবান করতে পারে। দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ যদি পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহভাগিতা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মন নিয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলেই বৃহত্তর উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আর এর জন্য নিচের বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয়।

১৮.সমন্বিতকরণে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হলো পরস্পর মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান যা উভয়ের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও উন্নততর করতে সহায়তা করে। জন্মসূত্রে নাগরিত্ব লাভ একটি সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু সকল আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুততম সময়ে নাগরিকত্ব প্রদানের একটি নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে একটি দেশে গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে আইনগত বৈধতা প্রদান ও এককালীন ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে নাগরিত্ব অর্জন করতে পারে যেন শরণার্থীরা স্বাধীনভাবে আর্থিক চাহিদা পূরণ ও ভাষাগত জ্ঞান (৫০ বছরের উর্ধ্বে) অর্জনে সক্ষম হয়; সাথে সাথে পারিবারিক পুনর্মিলনে সহায়তা পেতে পারে।

১৯.অভিবাসী, আশ্রয়প্রাথী এবং শরণার্থীদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা ও প্রয়োজনীয় মানসিক সমর্থন দান অত্যাবশ্যক। এর জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি। এরূপ কর্মসূচির মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিসম্পর্কিত তথ্য বিনিময়, শিক্ষণীয় ও চেতনা উদ্রেককারী বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নয়নে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরা ইত্যাদি। এছাড়াও শরণার্থীদের জন্য সরকারি বিভিন্ন ঘোষণা, প্রজ্ঞাপন ও নীতিমালাগুলো তাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করে পড়ে শোনানো ও প্রচার করা যাতে তারা সঠিক আচরণে সক্ষম হয়।

২০. অমানবিক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে এবং পরবর্তী সময় নিঃস্ব শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে তাদের যথাযথ তালিকাভুক্তি প্রয়োজন যেন তাদের স্বদেশে পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। আর এটা করতে গেলে শরণার্থীদের সাময়িক সহায়তা তহবিল বৃদ্ধি করতে হবে, তাদের নিজ দেশে ঘরবাড়ি ও আবাস্থল নির্মাণ বা মেরামত করতে হবে, অন্যদেশে অর্জিত শিক্ষা এবং পেশাদারিত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং ফিরে আসা কর্মীদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিজ দেশে কাজে নিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে।

ফা. লিটন হিউবার্ট গমেজ, সি. এস. সি.